৭

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 JAN 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

...্যের বই খোলাবাজারে

...লয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে সরবরাহ করা বই এবারও ... পাওয়া যাচ্ছে। কিছুদিন আগেই পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পত্র-পত্রিকায় বি...দিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, যেসব পাঠ্যপুস্তকের ওপর 'বিনামূল্যে বিতরণের জন্য' কথাগুলো লেখা আছে সেগুলো বিক্রি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যে সকল বিদ্যালয় বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি, তারা ঐসব বই কিনতে পারবে যেগুলোতে বিনামূল্যে বিতরণের কথা লেখা নেই।

আমাদের সকল ব্যবস্থাই ছিদ্রে ভরা। বিভিন্ন ছিদ্রপথে এসব বই বাজারে আসছে। আপাতদৃষ্টিতে এখন পর্যন্ত সরকার এসব ছিদ্র বন্ধ করতে পারেননি। পত্রপত্রিকার রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, খোলাবাজারে বিনামূল্যের বই সারাদেশেই কমবেশি বিক্রি হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের দেশে পাঠ্যবইয়েরও কালোবাজার সৃষ্টি হয়েছে; তা-ও আবার শিশুকিশোরদের বইয়ের ব্যাপারে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা কর্মকর্তা থেকে শুরু করে যে যেখানে পারেন, দুটো পয়সা কামানোর সুযোগ ছাড়ছেন না। কর্তৃপক্ষ শুধু বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেই তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। হাটেবাজারে খোঁজ-খবর নিয়ে তারা কদাচিৎ দেখেন কি হচ্ছে।

খোলাবাজারে কেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক বিক্রি হচ্ছে, তার উত্তরটা অতি সহজ। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীদের চাহিদার চেয়ে সরবরাহ কম। ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের কাজ শুরু হয়েছিল। ইদানীং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বেড়েছে। ইউনিসেফ এ কাজে টাকা পয়সা দিতে অপরাগতা প্রকাশ করছে। সরকার কাগজে-কলমে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং বার্ষিক জাতীয় বাজেটে বড় বড় অঙ্কের বরাদ্দের কথা বললেও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের পুরো ব্যয় বহন করছেন না।

এ বছরও গত বছরের পুরনো বই সংগ্রহ করে নতুন-পুরনো পাঠ্যবই ছাত্রছাত্রীদের দেয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছর এই ধরনের কাজ করতে যেয়ে অনেক নৈরাজ্য ও তিক্ততার অবতারণা করা হয়েছিল। তা থেকে কোন শিক্ষা যে নেয়া হয়নি তার প্রমাণ খোলাবাজারে বিনামূল্যের বই। কিছু টাকা বাঁচাতে যেয়ে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিতে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন।

আমাদের অশিক্ষা-কুশিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দারিদ্র্যের এই দেশে এক বছর ব্যবহার করার পর শিশু-কিশোরদের খুব কম সংখ্যক পুস্তকই আরেক বছরের জন্য ব্যবহারের যোগ্য থাকে। ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন পাঠ্যপুস্তক কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করে না। তাছাড়া কাকে নতুন বই দেয়া হবে, কাকে পুরনো বই দেয়া হবে, সে সিদ্ধান্তে পৌঁছাটাও সহজ নয়। কেউ খুশি হবে, কেউ অখুশি। প্রথম বয়সেই তারা একটা বৈষম্যের চিত্র দেখতে পায়। অন্যদিকে যারা পুরনো বই সংগ্রহ ও বিতরণের কাজে থাকেন, তাদের জন্য অভিজ্ঞতাটা সুখকর নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সকল অভিভাবকই নতুন বছরে নতুন পাঠ্যবই তাদের সন্তানসন্ততির হাতে দেখতে চান। যাদের সন্তানের হাতে পুরনো বই যায়, সাধ্য থাকলে তাদের অভিভাবক নতুন বইয়ের জন্য বাজারে যান।

সরকারকে একদিকে যেমন দেখতে হবে 'বিনামূল্যে বিতরণের জন্য' পাঠ্যপুস্তক কিভাবে খোলাবাজারে যাচ্ছে, অন্যদিকে বুঝতে হবে এসব বইয়ের চাহিদা কেন সৃষ্টি হচ্ছে। উভয় দিক থেকে ছিদ্র পথ বন্ধের উদ্যোগ নিলেই কেবল এই সম্বাৎসরিক বিড়ম্বনার অবসান হতে পারে।